দৈনিক জনকণ্ঠ

30

তারিখ ... 10 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ৭ ......

প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ায় অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ নিয়ে অভিভাবক মহলে এখন তীব্র অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা বিরাজ করছে। তিন লাখ ৭৭ হাজার পরীক্ষার্থীকে নতুনভাবে প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রায় ১০ লাখ অভিভাবক এখন হিমশিম খাচ্ছেন। কিভাবে বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়া শিশুদের কোন বিরতি না দিয়েই পুনরায় পড়ার টেবিলে বসাবেন এই চিন্তায় তাঁরা কূলকিনারা করতে পারছেন না। এর সাথে রয়েছে শহরাঞ্চলে ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার যুদ্ধ। সব মিলিয়ে বৃত্তি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করায় এখন অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৮ ও ৯ ডিসেম্বর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ২ ডিসেম্বর সরকারী তথ্য বিবরণীতে জানানো হয় যে, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১২ ও ১৩ জানুয়ারি '৯৯। এ তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, অনিবার্য কারণে পরীক্ষার তারিখ পিছানো হয়েছে। কিন্তু জানা গেছে, প্রশ্নপত্রের প্যাকেটে কোড নম্বর না থাকাই পরীক্ষা পিছানোর কারণ।

এদিকে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা পিছানোয় অভিভাবকগণ নানাবিধ সমস্যায় পড়েছেন। প্রথমত অধিকাংশ স্কুলেরই বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। পরীক্ষা শেষ হলে সাধারণত শহরের শিক্ষার্থীরা কোন গ্রামে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যায়। আর গ্রামের শিক্ষার্থীরা শহরে বেড়াতে আসে। কিন্তু এবছর তা আর হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত রাজধানীসহ দেশের সরকারী স্কুলগুলোতে জানুয়ারিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই ভর্তি পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। সর্বোপরি আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে রোজা। সারা দিন রোজা রেখে, অফিস কিংবা অন্যকোন কাজকর্ম করে বাচ্চাদের দিকে নজর দেয়াই কঠিন হবে। রায়ের বাজারের অভিভাবক তালাত মাহমুদ বলেন, আমাদের কোন এ্যাসোসিয়েশন নেই। থাকলে পরীক্ষা এগিয়ে আনার জন্য আন্দোলন করতাম। কিন্তু আর সম্ভব হচ্ছে না।